# না জ রা না

সোনালি যুগের যত সোনার মানুষ

আঁধার রাতের নির্জন প্রহরে যাঁরা জ্বালাতেন কিয়ামুল লাইলের ঝলমলে দীপশিখা

যাঁদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে আমরাও শামিল হতে চাই

অগ্রগামীদের কাফেলায়...

**–আমীমুল ইহসান**

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# অনুবাদকের আরজ

আরববিশ্বের খ্যাতনামা দায়ি ও লেখক ড. শাইখ আব্দুল মালিক আল-কাসিমের জনপ্রিয় সিরিজ (أَيْنَ نَحْنُ مِنْ هٰؤُلَاءِ) 'সালাফের পথ ছেড়ে কোথায় আমরা!' আত্মশুদ্ধি ও অনুপ্রেরণামূলক এই সিরিজটির মূল উপকরণগুলো চয়ন করা হয়েছে সালাফে সালিহিনের জীবন, কর্ম ও চিন্তাধারার বিশাল সম্ভার থেকে। শাইখের রচনা পড়লেই বোঝা যায় জীবনের একটি বড় অংশ তিনি কাটিয়েছেন ইতিহাসের বিস্তৃত ময়দানে। অদম্য কৌতূহলে ঘুরে বেড়িয়েছেন সোনালি যুগের পথে-প্রান্তরে। সময়ের ভাঁজে ভাঁজে খুঁজে ফিরেছেন আলোর পাথেয়। সালাফের কর্মমুখর জীবনভান্ডার থেকে দুহাতে সংগ্রহ করেছেন মূল্যবান সব মণিমুক্তো। আর তা-ই দিয়ে তিনি থরে থরে সাজিয়ে তুলেছেন (أَيْنَ نَحْنُ مِنْ هٰؤُلَاءِ) সিরিজ। তার উপস্থাপনার ভঙ্গিতে ঝরে পড়ে অফুরন্ত উদ্যম ও অনুপ্রেরণা। রচনার পরতে পরতে বারবার তিনি আহ্বান জানান মুসলিম তারুণ্যকে—তারা যেন উঠে আসে সালাফের অনুসৃত পথে; তাদের যৌবন যেন ব্যয়িত হয় উম্মাহর কল্যাণে।

এই সিরিজের বেশ কিছু বই অনূদিত হয়ে ইতিমধ্যেই পাঠকমহলে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। অনেকেই জানিয়েছেন তাদের মুগ্ধতাভরা উপলব্ধির কথা—

বাস্তবজীবনে উপকৃত হওয়ার কথা। ইনশাআল্লাহ পাঠকদের চাহিদার সাথে সংগতি রেখে আমাদের প্রকাশনার এই ধারা অব্যাহত থাকবে।

প্রিয় পাঠক, এবার আমরা নিয়ে এসেছি আলোচ্য সিরিজের আরও একটি অসাধারণ উপহার—আঁধার রাতে আলোর খোঁজে।' মূল আরবি নাম (أولئك الأخيار)। বইটিতে উঠে এসেছে মহা ফজিলতপূর্ণ ইবাদত কিয়ামুল লাইল তথা তাহাজ্জুদের কথা। শাইখের দরদভরা কলমে ফুটে উঠেছে কিয়ামুল লাইলের প্রতি সালাফের ভালোবাসার নির্মল চিত্র, আঁধার রাতের নির্জন প্রহরে প্রিয় রবের সঙ্গে তাদের একান্ত আলাপচারিতার অনুপম আলেখ্য। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে তুলে ধরা হয়েছে কিয়ামুল লাইলের বিপুল গুরুত্ব ও ফজিলতের কথা। আরও বর্ণিত হয়েছে, কিয়ামুল লাইলের তাওফিক থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ এবং তাহাজ্জুদ আদায়ে সহায়ক কিছু কর্মসূচি। স্থানে স্থানে সংযোজিত একঝাঁক চয়িত কাব্যাংশ বইটির আবেদন বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণে।

সালাফের প্রামাণ্য জীবনীগ্রন্থগুলোর আলোকে বইটিতে নিখুঁতভাবে চিত্রিত হয়েছে সোনালি যুগের সোনার মানুষদের কিয়ামুল লাইল আদায়ের অনুপম দৃশ্য—তাদের রাত্রি জাগরণের আলো-ঝলমলে উপাখ্যান। আশা করি, বইটি আপনার অন্তরে জাগিয়ে তুলবে কিয়ামুল লাইলের

ভালোবাসা। হৃদয়জুড়ে ছড়িয়ে দেবে রাতের নির্জন প্রহরে রবের সঙ্গে একান্ত আলাপনের মধুর তামান্না।

প্রিয় পাঠক, চলুন ভেতরে যাই। শাইখের অভিনব উপস্থাপনায় অবগাহন করি ইলমের অনাস্বাদিত পাঠে। চলুন, সোনালি যুগের বরেণ্য মনীষীদের সহযাত্রী হয়ে ঘুরে আসি কিয়ামুল লাইলের মুবারক অঙ্গন থেকে।

আমরা আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি বইটিকে নিখুঁত ও সমৃদ্ধ করে তুলতে। কিন্তু মানুষ হিসেবে আমরা কেউ ভুলের ঊর্ধ্বে নই। তাই পাঠক ভাইদের যেকোনো সুন্দর পরামর্শ, গঠনমূলক সমালোচনা ও প্রামাণ্য সংশোধনী আমরা অবশ্যই বিবেচনা করব এবং পরবর্তী সংস্করণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে আল্লাহ রব্বুল আলামিনের কাছে দুআ করি, আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের এই ক্ষুদ্র আমলকে কবুল করেন; এই বইয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে উত্তম প্রতিদান দেন। আমিন ইয়া রব্বাল আলামিন।

আমীমুল ইহসান
৮ জুলাই, ২০২১ ইসায়ি

# সূচিপত্র


অবতরণিকা ┋ ১৩

কিয়ামুল লাইল ┋ ১৫

কিয়ামুল লাইল সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ ┋ ১৯

রাত্রি জাগরণের সাধনা ┋ ২৫

কিয়ামুল লাইলের প্রস্তুতি ┋ ২৮

কীভাবে কাটত তাদের রাত? ┋ ৩১

কিয়ামুল লাইলের তাওফিক না হওয়ার কারণ ┋ ৩৫

যৌবন ও তাহাজ্জুদ ┋ ৩৭

সময়কে কাজে লাগান ┋ ৩৯

তিলাওয়াত ও কিয়ামুল লাইল ┋ ৪৯

রাত্রি জাগরণের সুখ ┋ ৫১

নেককার পরিবার ┋ ৫৩

সালাফের বিস্ময়কর রাত্রি জাগরণ ┋ ৬৩

ছুড়ে ফেলুন গাফিলতির চাদর ┋ ৬৭

তাহাজ্জুদ আদায়ে সহায়ক কিছু কাজ ┋ ৭৬

রাসুলুল্লাহ ﷺ যেভাবে কিয়ামুল লাইল
আদায় করতেন ┋ ৭৮

তথ্যসূত্র ┋ ৮৪

# অবতরণিকা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ جَعَلَ جَنَّةَ الْفِرْدَوْسِ لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ، وَيَسَّرَهُمْ لِلْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ الْمُوْصِلَةِ إِلَيْهَا، فَلَمْ يَتَّخِذُوْا سِوَاهَا شُغُلاً، وَسَهَّلَ طُرُقَهَا فَسَلَكُوا السَّبِيْلَ الْمُوْصِلَةَ إِلَيْهَا ذُلُلاً، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ الَّذِيْ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ حَتّٰى تَفَطَّرَتْ قَدَمَاهُ.

সকল প্রশংসা আল্লাহ রব্বুল আলামিনের জন্য, যিনি তাঁর মুমিন বান্দাদের জন্য জান্নাতুল ফিরদাওস প্রস্তুত করেছেন এবং জান্নাতের পাথেয়স্বরূপ তাদেরকে নেক আমলের তাওফিক দিয়েছেন; তাই তারা সর্বদা আমলে লিপ্ত থাকে। তিনি তাদের জন্য জান্নাতের পথকে সহজ ও সুগম করেছেন। সালাত ও সালাম নাজিল হোক সর্বশ্রেষ্ঠ নবি ও রাসুলের ওপর, যিনি রাতে এত দীর্ঘ সময় ধরে সালাত আদায় করতেন যে, তাঁর পা ফুলে যেত।

হামদ ও সালাতের পর...

সৎলোকদের সাহচর্য, নেককারদের সঙ্গে ওঠাবসা এবং পুণ্যবানদের জীবনচরিত অধ্যয়ন অন্তরে নেক আমলের প্রতি আগ্রহ ও ভালোবাসা সৃষ্টি করে। বিপুল চেষ্টা ও সাধনার মাধ্যমে তারা যে অবস্থানে পৌঁছেছেন তাদের জীবনকথা শুনে অন্যান্যরাও তাদের পথে চলার প্রেরণা পায়। আর

মানুষের হৃদয়ও উপদেশ এবং উৎসাহের মুখাপেক্ষী—বিশেষ করে বর্তমান যুগে, যখন মানুষ দীর্ঘ আশার ধোঁকায় পড়ে তুচ্ছ দুনিয়ার পেছনে ছুটছে।

তাই পাঠকদের সামনে পেশ করতে যাচ্ছি (أَيْنَ نَحْنُ مِنْ هؤلاء) 'সালাফের পথ ছেড়ে কোথায় আমরা!' সিরিজের তৃতীয় বই (أولئك الأخيار) 'আঁধার রাতে আলোর খোঁজে'। এতে কিয়ামুল লাইল তথা তাহাজ্জুদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে—যা আমাদের সালাফের আমলনামার একটি আলোকিত অধ্যায়।

আশা করি, এই বইয়ের মাধ্যমে আমাদের হৃদয় গাফিলতির মরণ ঘুম থেকে জেগে উঠবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকল আমলে ইখলাস ও নিষ্ঠা দান করুন।

আব্দুল মালিক বিন মুহাম্মাদ বিন আব্দুর রহমান আল-কাসিম

# কিয়ামুল লাইল

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾

'যে ব্যক্তি রাতের বিভিন্ন প্রহরে সিজদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং আপন রবের রহমত প্রত্যাশা করে, সে কি তার সমান, যে এরূপ করে না? বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না—তারা উভয়ে কি সমান হতে পারে? বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।'[১]

তিনি আরও বলেন :

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ - آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ - كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ - وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾

'মুত্তাকিরা থাকবে জান্নাত ও ঝরনাধারার মাঝে। তাদের রবের দেওয়া নিয়ামত উপভোগ করবে। কারণ পার্থিব জীবনে তারা নেককার ছিল। তারা রাতের সামান্য অংশই

---

১. সুরা আজ-জুমার, ৩৯ : ৯।

ঘুমিয়ে কাটাত। রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত।'[২]

যে ব্যক্তি সকাল পর্যন্ত ঘুমিয়ে কাটায়, তার ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন :

«ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنَيْهِ، أَوْ قَالَ: فِي أُذُنِهِ»

'সে এমন ব্যক্তি, যার উভয় কানে শয়তান পেশাব করে দিয়েছে।' অথবা তিনি বলেছেন, 'তার কানে।'[৩]

আল্লাহ তাআলা কিয়ামুল লাইলের ফজিলত বর্ণনা করে বলেন :

﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾

'নিশ্চয় ইবাদতের জন্য রাত্রি জাগরণ প্রবৃত্তি দলনে অধিক সহায়ক এবং স্পষ্ট উচ্চারণের অধিক অনুকূল।'[৪]

ইবনে কাসির ﵀ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'দিনের নামাজের চেয়ে রাতের নামাজে কিরাআত সুস্পষ্ট হয় এবং তার মর্ম অন্তরে বেশি বদ্ধমূল হয়; কারণ দিনের বেলা

---

২. সুরা আজ-জারিয়াত, ৫১ : ১৫-১৮।

৩. সহিহুল বুখারি : ৩২৭০, সহিহু মুসলিম : ৭৭৪; আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﵁-এর সূত্রে বর্ণিত।

৪. সুরা আল-মুজ্জাম্মিল, ৭৩ : ৬।

লোকের আনাগোনা এবং শোরগোল থাকে। তা ছাড়া দিন হলো জীবিকা নির্বাহের সময়।'[৫]

কিয়ামুল লাইল প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে মুজাহাদা ও সাধনা করার এক বড় মাধ্যম। নিরবচ্ছিন্ন ইবাদত, বিশেষ করে শান্ত ও নিরিবিলি সময়ের ইবাদত মানুষের নফস ও প্রবৃত্তির ওপর অসাধারণ প্রভাব ফেলে। তাই যারা কিয়ামুল লাইল আদায় করে, তারা খাঁটি মুমিন হওয়ার ব্যাপারে খোদ আল্লাহ তাআলা সাক্ষ্য দিয়েছেন। তাদেরকে বিশাল পুরস্কারের ওয়াদাও দিয়েছেন তিনি। তিনি বলেন :

﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ - تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ - فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

'কেবল তারাই আমার আয়াতসমূহের প্রতি ইমান আনে, যারা আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশপ্রাপ্ত হয়ে সিজদায় লুটিয়ে পড়ে[৬] এবং অহংকারমুক্ত হয়ে তাদের রবের সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করে। তাদের পার্শ্ব শয্যা থেকে আলাদা থাকে। তারা তাদের রবকে ডাকে ভয়ে ও আশায় এবং আমি তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে।

---

৫. তাফসিরু ইবনি কাসির : ৪/৪৩৬।

৬. এটি সিজদার আয়াত।

কেউ জানে না তাদের জন্য কৃতকর্মের কী কী নয়ন-প্রীতিকর প্রতিদান লুক্কায়িত আছে।'[৭]

**প্রিয় ভাই,**

কিয়ামুল লাইল বা তাহাজ্জুদ এমন এক ইবাদত, যা কলবকে রবের সঙ্গে জুড়ে দেয়, দুনিয়ার ধোঁকা ও প্রবঞ্চনা থেকে হিফাজত করে এবং কুপ্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। যে সময় সকল আওয়াজ থেমে যায়, চোখগুলো ঘুমের রাজ্যে হারিয়ে যায়, নিদ্রার ঘোর আবেশে মানুষ পাশ পরিবর্তন করে ঘুমায়—সে সময় তাহাজ্জুদগুজার লোকেরা কোমল বিছানা ও আরামদায়ক শয্যা ত্যাগ করে রবের ইবাদতে দাঁড়িয়ে যায়। রাতের খুব অল্প সময়ই তারা ঘুমায়। তাই তো কিয়ামুল লাইলকে দৃঢ় সংকল্পের মানদণ্ড ও পরিশুদ্ধ আত্মার পরিচায়ক হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। আর আল্লাহ তাআলা তাহাজ্জুদগুজার লোকদের প্রশংসা করেছেন এবং তাদেরকে অন্যদের চেয়ে আলাদা বলে ঘোষণা করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾

৭. সুরা আস-সাজদা, ৩২ : ১৫-১৭।

‘যে ব্যক্তি রাতের বিভিন্ন প্রহরে সিজদাবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং আপন রবের রহমত প্রত্যাশা করে, সে কি তার সমান, যে এরূপ করে না? বলুন, যারা জানে এবং যারা জানে না—তারা উভয়ে কি সমান হতে পারে? বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।’[৮]

## কিয়ামুল লাইল সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ

কিয়ামুল লাইল বা তাহাজ্জুদ সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। রাসুলুল্লাহ ﷺ কিয়ামুল লাইল আদায়ে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন :

«عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ فَإِنَّهُ دَأَبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، وَإِنَّ قِيَامَ اللَّيْلِ قُرْبَةٌ إِلَى اللهِ، وَمَنْهَاةٌ عَنِ الإِثْمِ، وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الجَسَدِ»

‘তোমাদের জন্য তাহাজ্জুদ আদায় করা আবশ্যক। কারণ এটা তোমাদের পূর্ববর্তী নেককারদের অনুসৃত রীতি। তাহাজ্জুদ আল্লাহর নৈকট্যলাভ ও গুনাহ থেকে বাঁচার উপায়; মন্দ কাজের কাফফারা এবং শরীরের রোগ-প্রতিরোধক।’[৯]

কিয়ামুল লাইলের ফজিলত বর্ণনা করতে গিয়ে অন্যত্র তিনি বলেন :

---

৮. সুরা আজ-জুমার, ৩৯ : ৯।
৯. সুনানুত তিরমিজি : ৩৫৪৯।

«أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، الصَّلَاةُ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ»

'ফরজ নামাজের পর সবচেয়ে ফজিলতপূর্ণ সালাত হলো তাহাজ্জুদের সালাত।'[১০]

রাসুলুল্লাহ ﷺ কিয়ামুল লাইলের প্রতি খুব বেশি যত্নবান ছিলেন। ঘরে কিংবা সফরে কখনোই তিনি তাহাজ্জুদ ছাড়তেন না। তিনি গোটা মানবজাতির সর্দার—সকল আদম-সন্তানের নেতা। তাঁর পূর্বের ও পরের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে; তবুও তিনি এত বেশি কিয়ামুল লাইল করতেন যে, তাঁর পা মুবারক পর্যন্ত ফুলে যেত। তাঁকে বলা হলো, 'আপনার তো পূর্বাপর সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে; তবুও আপনি এত কষ্ট করেন কেন?

উত্তরে তিনি বলেন :

أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا

'আমি কি তবে কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?'[১১]

মহা পুরস্কার ও কল্যাণের সুসংবাদ দিয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ কিয়ামুল লাইলের প্রতি উম্মাহকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন :

---

১০. সহিহু মুসলিম : ১১৬৩।

১১. সহিহুল বুখারি : ৪৮৩৬, সহিহু মুসলিম : ২৮১৯।